ভোট দেব কাকে

বিরস বাংলার সরস কথা

॥ লেখক ॥

শ্রীকুমার পাঠক

শ্রীকুমার পাঠকের জীবন সংগ্রামের বাঁচার তহবিলে
মুক্তহস্তে (মূল্য দশ পয়সা) দান করুন ।

সব হারাদের জীবন ঘিরে

হে মধ্যবিত্ত, তব বিচিত্র জীবন ঘিরে
হা-সঙ্কট, শত সমস্যা জীবন ভরে,
ওই যে দাঁড়ায়ে দু-বাহু বাড়ায়ে দেখ ভোট প্রার্থী
মুখরিত দেশ বক্তৃতা আর পোষ্টারে পোষ্টারে,
শত শত বাণী দেয়ালে দেয়ালে
ভাল ভাল কথা সকলেই বলে
আজিও নিত্ত জ্বলিছে পিত্ত অনাহারে ;
এই ভারতের সব হারাদের জীবন ঘিরে।
এসহে ভোটার ভাব বার বার
তব হাতিয়ার এই ভোট।
কহি তব প্রতি-হটাও দুর্নিতী
হও সবে একজোট।
কালো টাকা দিয়ে ব্ল্যাক মার্কেটে
যাদের চর্বি বেড়ে গেছে পেটে,
তারা যেন গদী পায়নাকো মোটে, তাকাও ফিরে
এই ভারতের সব হারাদের জীবন ঘিরে।
সকলেই জানে সবার জীবনে লোণে লোণে
বঙ্গ ভঙ্গে-পূর্ব বঙ্গে-ভীটে মাটী হয়ে হারা,
হেথায় আসিয়া গিয়াছি ভাসিয়া কষ্টে কাটিছে দি
বেকারীর দশা-ছার পোকা মশায় এ জীবন সঙ্গী
পেট ভরে দুটো জোটে নাক ভাত
ইঁদুর বিড়ালের বড় উৎপাত
যেই মোকা পায় ভাগটি বসায় চায় না ফিরে,
এই ভারতের সব হারাদের জীবন ঘিরে।
এস মজদুর এসহে কৃষাণ এস মধ্যবিত্ত হও আগুয়ান
এস এস সবে ভোট দিতে হবে—এস হে নওযোয়ান

খেটে খাওয়ারা এস এস তারা হাত ধরো সবাকার
এই দুর্দিনে লোক চিনে চিনে ভোট দিবে যার যার
অভাবে অনটনে আছি আজ মোরা
মিলিবে না জানি হাতী আর ঘোড়া
সেই একই দশা কামড়াবে মশা-মশারী ছিঁড়ে
এই ভারতের সব হারাদের জীবন ঘিরে।

ভোট দেব কাকে ?

আজ ও আমরা আছি প'ড়ে ভূত ভগবান ভবিষ্যতে
গ্রহশান্তি করছি যত ততই মোরা পাইনা খেতে
ভাগ্য যত আঁকড়ে ধরি দুর্ভাগ্যটাই বাড়ছে তত
সুযোগ বুঝে শোষক যারা নিচ্ছে লুটে পয়সা যত।
ভাগ্যের দিন চলে গেছে—আজ এই নূতন দাবীর যুগে
সেই বাঁচার দাবীটা চিৎকার করে সকলেরে আজ
জানাতে হবে
ভূত ভগবান ভবিষ্যৎ আজ ভাতের হাড়ীতে ঢুকেছে গিয়ে
নচ্ছুদ্ দারেরা তাও খেলা করে লক্ষ পেটের অন্ন নিয়ে।
যারা গলাবাজী করে মাইকে মাইকে পোষ্টারে হ্যাণ্ডবিলে
সমস্যা কিছু রাখব না এবার ভোটটা আমাকে দিলে,
ভয় নাই ওরে এখনও এদেশে শুধু প্রচারের জোরে
ডালডাকে লোকে ডালডা বলেনা ঘৃত বলে ডাকে ওরে
কত শত লোকে না খেয়ে এখনও ভগবান বলে ডাকে
কারো পরে দোষ দেয় না এখনও কপাল নিয়েই থাকে
দারিদ্রতাকে অভিশাপ বলে কত লোক ভাবে মনে
প্রতিবাদ তারা করেনা কখনও বসে থাকে গৃহকোণে
অন্ন-বস্ত্র হীন হয়ে ভাবে গত জনমের কর্মফল

তাদের কাছেই ঢাক পেটা গিয়ে হাতে হাতে তা ফলাবে
খেটে খায় যারা তারা যে বেয়াড়া ও সবেতে তারা
যায়না

সেন্টিমেন্টে সুড়সুড়ি দিয়ে কত দিন আধিপত্য চলে
চক্ষু লজ্জার মাথা খেয়ে যারা মানুষ কমাও বলছে দেশে
শস্য না বাড়ে, খালি বাণী ছাড়ে শুনি যত তত উঠছি
কলা খেতে যারা উপদেশ দেয়, একবেলা উপোষ করে
মনে মনে ভাবি এদের দিয়ে কি চল্লিশ কোটীর রাজ্য চলে
যারা অফার পেয়েও ফিরিয়ে দিয়েছে সাফার করেছে
জীবন ভরে
মিছিলে মিটীংয়ে জাবন কাটে যার ধর্মঘটের লড়াই করে
বাঁচার লড়াইয়ে আন্দোলনের সামনেতে যারা থেকেছে নি
আমার ভোটটী তাকে দেব সেই শ্রমিক কৃষক মধ্যবিত্ত
সুবিধাবাদীরা এখন দেখছি বদলে ফেলেছে দলের নীতী
মুখ ভরা তার শান্তির বুলি অন্তর ভরা মালিক প্রিতী
শোষণকে যারা করেছে আড়াল দরদী বন্ধুর মুখোস পরে
অন্ন-বস্ত্র চাই আমাদের, কথার যাহুতে পেট কি ভরে?
দল ত্যাগ করে যারা চলে যায় তারা কম নয় সুবিধাবাদী
হয়তো সুযোগ পায়নি পুরো, নয়ত তেমন মেলেনি চাঁদি,
রাতারাতি যারা বদলে দিয়েছে এ্যাম্ বিশণ অফ লাইফটা
সুবিধাবাদী ছাড়া আর কি ভাষায় অভিবেক আমি—
করব তারে!

ঐক্য ঐক্য করছে যাহারা, বলি ঐক্যটা হবে কাদের সঙ্গে!
বক্তৃতা দিয়ে কাজকে এড়িয়ে বাবু সেজে যারা ঘোরেন রঙ্গে
মৃত্যুর ভয়ে ভীত যারা, তারা কি করবে গিয়ে রণাঙ্গনে!
যারা আপন স্বার্থ খুঁজে ফেরে খালি ঐক্য কি হয়—
তাদেরসনে!

যারা মুখের উপরে সোজা কথা বলে জানে সমুচিত—
জবাব দিতে,

দুঃখকে যারা মাথা পেতে নেয় দেশ আর এই দশের হিতে
যারা আপন ভাইকে ক্ষমা করে নাকো অন্যায় হলে
দাড়ায় রুখে
যারা সব সময় পাশে পাশে থাকে সর্বহারার সুখে ও দুখে,
আমার ভোটটা তাকে দেব আমি এই কথাটাই যাচ্ছি বলে,
দেশে দেশে যারা ছড়িয়ে রয়েছে পাড়ায় পাড়ায়
খামারে কলে

ভক্তের পাঁচালী

জনসন সাহেবের একটি ছবি দেয়ালে টাঙান আছে। তার দিকে মুখ করে বসে আছেন ভক্তরা, প্রতুল্ল, উৎফুল্ল, বীজয়, বিন্দীঠাকরুণ যোরাজ, গোসাই, বামন, আরও অনেকে। প্রতুল্ল ভক্তিভরে পাঁচালী পাঠ করছেন।

প্রতুল্ল,— এ পাঁচালী সর্বলোকে শুন দিয়া মন
ত্রাণ কর্ত্তা রূপে হেথা এল জনসন।
ধনতন্ত্র রক্ষা কর্ত্তা তিনি ভগবান
ভিয়েৎনামে লক্ষ লক্ষ হরিলেন প্রাণ।
অন্নদাতা অস্ত্রদাতা আমাদের যিনি,
তুষ্ট হলে চাওয়া মাত্র লোন দেন তিনি।
ভক্তি ভরে জনসনেরে লহগো শরণ
তুষ্ট হলে সর্ব দুঃখ হবে নিবারণ
নামে ভক্তি, নামে মুক্তি নাম কর সার
তবে যদি ভব নদী হতে পারি পার

প্রতুল্ল,—(পাঠ শেষে প্রণাম করিয়া) ভক্তবৃন্দ আমাদের চূড়ান্ত পরীক্ষার দিন সমাগত, এর জন্য জোর প্রস্তুতি চালাতে হবে এই বড় বাজারের শেঠীয়া ভাইদের এবং পুঁজীদার ভূমিদার জোতদার মজুতদার ভাইদের স্বার্থরক্ষার যে মহান শপথ আমরা গ্রহণ করেছি তাকে বাঁচাতে হবে।

বিজয়,—কিন্তু দেশের দুষ্টু লোকেরা যে ভাবে মাথা চাড়া দিয়ে উঠে তাতে অদূর ভবিষ্যতে প্রভূদের বাঁচান যাবে কি ? সারা দেশে খা খাদ্য করে কি উত্তাল তরঙ্গটাই না বয়ে যাচ্ছে সবই ওরা স করছে বটে—কিন্তু অর্দ্ধাহার অনাহার কেউ সহ্য করবে কি ?

প্রতুল্ল,—কে তুমি অধার্মিক ; এমন পবিত্র নাম যজ্ঞের সন্ধিক্ষণে অমঙ্গল বার্ত্তা উচ্চারণ করলে, কে ! কে-তুমি !

বিজয়,—আমি বিজয়, আমি কি আপনার পাশে একদিন ছিলা প্রভু ? আমি কি আপনার পাশে পাশে থেকে বড় বা ওই শৈঠিয়া ভাইদের ভূমিদার জোতদার পুঁজিদারদের করিনি ? আপনিইত একদিন বলেছিলেন, "আমার একটি চ নাই, তুমিই আমার একটি চক্ষু"।

প্রতুল্ল—তাই যদি সত্য হয় তবে অমন অমঙ্গলে কথা বলে আশঙ্কা প্রকাশ করছ কেন ? বিশেষ করে নির্বাচনের দিন যখন

বিজয়,—কিন্তু আপনি ভেবে দেখুন বিগত খাদ্য আন্দোলনের বাদুরিয়া, স্বরূপনগর, শান্তিপুর নদীয়া কৃষ্ণনগরের কথা, এ সময় আছে, নয়ত সারা দেশে যদি খাদ্য খাদ্য করে আবার....

(হঠাৎ সকলে হৈ-চৈ করে উঠল, কি হল ? কি হল ? বাবু অজ্ঞান হয়ে গেছেন। সকলকে সরিয়ে প্রতুল্ল বাবু উৎ কাছে এলেন)

প্রতুল্ল,—কই, দেখি দেখি, কি হয়েছে ?

বিজয়,—উনি বোধ হয় খাদ্য সমস্যার কথা ভেবেই অজ্ঞান হয়ে

প্রতুল্ল—চুপকর, দূরহও এখান থেকে তুমি, তোমাকে ব করলাম।

বিজয়—ঠিক আছে আমিও দেখে নেব—তোমাদের দুর্নিতীর খুলে দিয়ে আগামী নির্বাচনে আমিও দাঁড়াব আমার দল

প্রতুল্ল—(উৎফুল্লের গায়ে হাত দিয়ে) না তেমন কিছু হয়নি, হচ্ছে ভাব সমাধি হয়েছে। একজন ওর কানে কানে মূলমন্ত্র উচ্চারণ করুণ, আর সবাই প্রভুর নাম কীর্ত্তন তাহলেই ওর সমাধি ভঙ্গ হবে। (মূলমন্ত্র, পি, এল, ৪৮০

কীর্তন, ভজ জনসন গো কহ জনসন গো
লহ জনসনের নাম রে !
যে জন নিত্য জনসন ভজে
সে জন পায় চাল গম রে !
জয় জয় আমেরিকা জয় জনসন
তুমি যে গো আমাদের বিপদ তাড়ন।
তোমার কৃপায় হবে অটোমেশন
তোমার কৃপায় হবে দুঃখ নিবারণ।

(উৎফুল্ল বাবু চোখ খুললেন, "আঃ আঃ," প্রতুল্ল বাবু চেচিয়ে উঠলেন)

প্রতুল্ল—হয়েছে, হয়েছে, সমাধি ভঙ্গ হয়েছে। সমাধি অবস্থায় কি দেখলেন প্রভু !

উৎফুল্ল,—দেখলাম, কচ্চ-কদলী,

প্র—মানে কাচাকলা, ঝোলে, ঝালে, মোরব্বায়, অম্বলে, ভাজায়, ডালোয়, সেদ্ধয় বেড়ে বেড়ে তবে আসুন ভাইসব ! এই মহান কাচাকলা দিয়েই আমরা শুরু করি আমাদের খাদ্য অভিযান। এবারে গাত্রোত্থান করুন কলা-অবতার।

উৎ—কিন্তু বন্ধু, এই কলা দেখিয়ে কি ভোট আদায় করা যাবে ?

(হন্ত দন্ত ভাবে বরুণ কান্তির প্রবেশ)

বরুণ—ভয় নাই প্রভু—ভয় নাই ! এই মাত্র খবর পেলাম বাম ছছুতেরা দুই দলে ভাগ হয়ে গেছে। ওরা এক হতে পারে নি।

প্রতুল্ল,—বাজাও ঢাক—চালাও প্রচার !

উৎ—কিন্তু বন্ধু খাদ্যের কি হবে ? কলা দেখিয়ে কি……,

প্রতুল্ল—(বাধা দিয়া) ছাড়ুন ওসব, ওর উপরেই আপনি একটা জোর ভাষণ ছাড়ুন। আর সবাই আসুন আমরা কীর্তন সুরু করি—প্রভুর কৃপা হলে, সমাধান একটা হবেই।

কীর্তন— (ভজ জনসন গো কহ জনসন গো…)
যাক যাক যাক ডুবে বাম্ বাম্ বাম্
থাক থাক থাক বেঁচে আমাদের নাম।

—বগল বাজাও—

কাচাকলা খাও
বগল বাজাও
যাকে মন চায়
তাকে ভোট দাও
কার কি বলার আছে ?
নিজের পাঠাইচ্ছা করে
ল্যাজের দিকে কাটলে পরে
কোন ব্যাটা কি বলবে তোরে
নিয়ে আয় আমার কাছে।
আমরা হলাম সাচ্চা পার্টি
না চালিয়ে হাতে লাঠি
বিদেশীকে তাড়িয়ে দিয়ে
দেশটা নিলাম হাতে
গণ-তান্ত্রিক রাষ্ট্র বলে
যার যা খুশী সে তাই বলে
বামপন্থীরা বলছে যা ভাই
কান দিওনা তাতে।
আমরাও ত নিয়েছি মন্ত্র
গড়তে হবে সমাজতন্ত্র
সেই রকমই রাষ্ট্র যন্ত্র
করছে কত কাজ
একটা কিছু হলেই পরে
অমনি ওরা হল্লা করে
কিন্তু দেখো ক'দিন পরে
চলবে না তা আজ।
কিন্তু দাদা স্বরাজ পেয়ে
দেশের দিকে দেখুন চেয়ে
বিশ বছরে আমরা সবে
খাচ্ছি আজও খাবি
থাকছে মানুষ অর্দ্ধাহারে
বেকার পুত্র বসে ঘরে
মিছিল মিটীং পোষ্টারেতে
জানাই কেবল দাবি
চারিদিকে খালি দেখতে দে
হেথায় হোথায় চলছে ছাটা
প্রতিবাদে খালি মৃদু লাঠি
দেখতে তো এই প
কখনও আতপ কখনও সে
একবেলা কার গমের শ্রা
পেট ভরে তাও পাইনা
আধ পেটা সবে
ক্ষুদ্র জ্ঞানে যেটা বুঝি
যাচ্ছি বলে সোজাসুজি
দেখলাম ত এই বছর কু
উধাও হল চিড়ে মুড়ি
সন্দেশের নাম গেলাম ভু
তাও বন্ধ আজব রুলে
আগে মশাই নিজে বাঁচে
লোন করেত বিকিয়ে আ
একটু ভেবে দেখুন মনে
সারা দেশটা চলছে লো
এর পরেও ভোট দিতে
যে যা বলে তাইতে

শ্রীরণজিত পাঠক কর্ত্তৃক ১নং গড়ফা মেইন রোড কলি:-৩২ হ
প্রকাশিত ও ৮।৪এ, কাশী ঘোষ লেন, বর্ধন প্রেস হইতে মুদ্রি